মানবাধিকার ঘোষনার তিপ্পান্নতম বার্ষিকীতে ১০ই ডিসেম্বর নন্দন প্রেক্ষা গৃহে আয়োজিত অনুষ্ঠানে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য্যের প্রদত্ত ভাষণ

পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন এর চেয়ারম্যান বিচারপতি শ্রী মুকুল গোপাল মুখার্জী, বিচারপতি শ্রী এ, এম, আহমেদি, মাননীয় অভ্যাগত বৃন্দ এবং উপস্থিত মহাশয় এবং মহাশয়াগণ, পশ্চিমবঙ্গ মানবাধিকার কমিশন কর্তৃক আয়োজিত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার তিপান্নতম বার্ষিকী পালন অনুষ্ঠানে আপনাদের সম্বোধন করতে পেরে আমি বিশেষ আনন্দিত। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা মানবজাতির কাছে সমগ্র মানবাধিকারের অন্তর্নিহিত মর্যাদা এবং মানবাধিকার রক্ষার তীব্র আকাঙ্খিত একটি গৌরবময় দলিল। এই তীব্র আকাঙ্ক্ষাই স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং বিশ্বশান্তির ভিত্তিভূমি তৈরি করেছে। সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণার মধ্যে মূর্ত হয়েছে সাধারণ মানুষের মত প্রকাশের স্বাধীনতা পাবার এবং ভয় ও অভাব থেকে মুক্তি পাবার আকাঙ্ক্ষা। এই ঘোষণা অনুপ্রেরণা দিয়েছে জাতিতে জাতিতে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে সৌভাতৃত্বের বন্ধনকে বজায় রাখার। প্রসঙ্গত আমরা স্মরণ করতে পারি যে মানবাধিকারের স্বীকৃতি না দেওয়ার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা বিশ্বব্যাপি জাগরণ বহু জাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের বিজয় সংঘটিত করেছে।

একবিংশ শতাব্দির প্রারম্ভেই সারাবিশ্ব এক সঙ্কটময় সময়ের মধ্যে দিয়ে চলতে শুরু করেছে। সন্ত্রাসবাদের আশঙ্কা বেশ কয়েকটি দেশের ওপর ভয়ঙ্করভাবে ছেয়ে রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী হানা এবং তৎপরবর্তী আফগানিস্তানে মার্কিন বোমাবর্ষনের ফলে নিরীহ মানুষের ব্যপক নিধন এই দুই ঘটনায় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি চরম আকার ধারন করেছে। এ বিষয়ে আলোচনা করতে গিয়ে আমি অবশ্যই বলব সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই সবসময় দুবৃত্তি দমনের সৎ উদ্দেশ্য থেকেই প্রোৎসাহিত হওয়া উচিত এবং তা অবশ্যই অন্য কোন বহির্গত কারণ দ্বারা প্রণোদিত না হওয়া উচিত। এই প্রসঙ্গে আমার মনে আসছে প্রসিদ্ধ ভাষাবিদ এবং সমাজচিন্তক নোয়াম চমস্কির সাম্প্রতিক ভাষণের কথা। তাঁর কলকাতা ভ্রমণের সময় একটি আলোচনা সভায় তাঁর সঙ্গে আমার কিছু আকর্ষণীয় কথাবার্তা হয়েছিল। তাঁর মতে আমেরিকা আফগানিস্তানে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নামে যা করে চলেছে তা হল মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ এবং ১১ই সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসবাদী হানাকে কাজে লাগিয়ে আমেরিকা তার মিসাইল ও পারমাণবিক কর্মসূচীকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করছে। চমস্কির মতে সন্ত্রাসবাদকে দুর্বলের অস্ত্র হিসাবে বর্ণনা করা মস্ত বড় ভুল। বেশীরভাগ সন্ত্রাসবাদই কোন দেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং এটি আসলে দুর্বলের বিরুদ্ধে সবলের অস্ত্র। বিশ্বায়ন, বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা এবং বহুজাতিকদের দ্বারা পরিচালিত বর্তমান বাণিজ্য ব্যবস্থা কতিপয় ব্যক্তির হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীকরণ ছাড়া অন্য কিছু নয়। এই বাণিজ্য ব্যবস্থার নিয়মকানুন ধনীদের প্রতি পক্ষপাতমূলক এবং বৃহৎ শিল্প গোষ্ঠিগুলিতে অমিত সম্পত্তি জমা করার সুযোগ করে দেয়। উৎসাহের কারণ যে এই ভয়ঙ্কর দৃশ্যপটে চমস্কি কিছু সদর্থক ঘটনাবলী খুঁজে পেয়েছেন। যার একটি হল সারাবিশ্বব্যাপি মানবাধিকার সংস্কৃতির ক্রমবিকাশ। মানবাধিকার, নারীর অধিকার এবং পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনগুলি সদর্থক ভূমিকা নিয়েছে। আর এগুলি সবই গণআন্দোলন। আরেকটি সদর্থক ঘটনা হল বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার বিরুদ্ধে গড়ে ওঠা গণআন্দোলন ও কার্যাবলীগুলির মধ্যে ক্রমবর্দ্ধমান সমন্বয়। তিনি জোর দিয়ে বলেছেন ভবিষ্যত পরিস্থিতি নির্ভর করছে এই জনগনের শক্তিগুলোর অগ্রগতির ওপর।

আমাদের জাতীয় পরিস্থিতির দিকে নজর ফেরালে আমাদের আনন্দিত হবার কারণ রয়েছে এই জন্য যে সারা বিশ্ব আজ ভারতকে এমন একটি দেশ হিসাবে স্বীকৃতি দিচ্ছে যে ধর্মনিরপেক্ষতাকে অন্যতম দিক নির্দেশিকা হিসাবে ব্যবহার করে পৃথিবীর সর্ববৃহৎ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরিপুষ্ট করে চলেছে। ব্যক্তিমানুষের মর্যাদার প্রতি সর্বোচ্চ সম্মানবোধ আমাদের সংবিধানে নিহিত রয়েছে। সকলের জন্য সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার অর্জনের লক্ষে আমাদের সমস্ত প্রচেষ্টা সঠিক পথে চালিত হওয়া উচিত। বিশাল জনসংখ্যার দেশ হওয়া সত্বেও ভারতবর্ষ শক্তিশালী দেশ রূপে আত্মপ্রকাশ করতে পারেনি তার সুস্পষ্ট কারণ হল এ এমনই এক দেশ যেখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির চূড়ান্ত অগ্রগতি সত্বেও কোটি কোটি জনগণ আজও দারিদ্রসীমার নীচে পড়ে আছে যাদের কাছে জীবনের মৌলিক চাহিদাগুলো আজও নাগালের বাইরে। রাজ্য সরকার মুখ্যত জোর দেবার চেষ্টা করেছে বিভিন্ন কল্যাণমূলক প্রকল্প রূপায়নের মাধ্যমে দীর্ঘকাল ধরে নিপীড়িত মানুষের কাছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায় বিচার পৌঁছে দেওয়া। রাজ্য সরকার স্থির সিদ্ধান্তে এসেছে যে এই প্রকল্পগুলি রূপায়নই হল মানবাধিকার বাস্তবায়িত করার পূর্ব শর্ত। পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা জনবহুল দেশ হওয়া সত্বেও চীন এই ধারনার ভিত্তিতে তৈরী করা নীতি অনুসরণ করে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করেছে। দেশের যুবশক্তি হল সেই দেশের ক্ষমতা ও অন্তর্নিহিত শক্তির উৎস। দুর্ভাগ্যের বিষয় আমাদের দেশের কোটি কোটি যুবশক্তি বেকার অবস্থায় তাদের জীবনের সুবর্ণ মুহূর্তগুলো চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে কাটাচ্ছে। শোভন এবং স্বাস্থ্যকর জীবন যাপনের অধিকার হলো তাদের অত্যাবশ্যক প্রাথমিক অধিকার। আমরা কোন মতেই তাদের সমস্যাগুলোকে উপেক্ষা করতে পারিনা কারণ তাহলে সমাজ ও জাতীয় জীবনে বিপর্যয় নেমে আসবে। এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে রাজ্য সরকার তাদেরকে সুযোগ করে দেবার চেষ্টা করছে তাদের পছন্দ মত বিভিন্ন পথে কৃষি, শিল্প, পরিষেবা এবং তথ্যপ্রযুক্তি যাতে রাজ্যের বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে—এই সকল ক্ষেত্রে বিবিধ কর্মসংস্থান প্রকল্প রূপায়নের মাধ্যমে নিজেদেরকে জীবনে প্রতিষ্ঠিত করা।

মানবাধিকার নিয়ে চিন্তা ভাবনা আমাদেরকে প্রেরণা দিয়েছে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো অথবা সেগুলো প্রতিহত করার বিষয়ে ব্যর্থতার ঘটনাগুলো পর্যাপ্ত মনোযোগ দিয়ে দেখার। ৩১. ৩. ২০০১ পর্যন্ত গত ছয় বছরে রাজ্য সরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন থেকে ৩২টি এবং রাজ্য মানবাধিকার কমিশন থেকে ২৯৯ টি সুপারিশ পেয়েছে। প্রায় সবকটি সুপারিশই রাজ্য সরকার গ্রহণ করেছে। সেগুলো হয় পূর্ণভাবে রূপায়ন করা হয়েছে অথবা রূপায়নের পর্যায়ে রয়েছে। এই সময়কালে আর্থিক সীমাবদ্ধতা থাকা সত্বেও রাজ্য সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ব্যক্তি বা তার নিকটাত্মীয়কে ২২ লক্ষ ৫৯ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছে। এছাড়াও রাজ্যসরকার জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের কাছ থেকে ৪৯৪টি মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ সংক্রান্ত পত্র পেয়েছে। এদের বেশীরভাগ গুলির ব্যাপারে অনুসন্ধান কার্য শেষ হয়েছে এবং তদন্ত প্রতিবেদন পাঠানো হয়ে গেছে। আমি আপনাদের আশ্বস্ত করতে পারি যে, রাজ্য সরকার কখনোই মানবাধিকার লঙ্ঘনের সাথে যুক্ত অথবা তা প্রতিরোধের ব্যপারে নিষ্ক্রিয় অথবা মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা প্রতিরোধে ব্যর্থ সরকারী অধিকারিদের বিরুদ্ধে যথাযথ শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করেনি বা কখনো করবেও না। মানবাধিকার বিষয়ে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় কমিশনের কাছ থেকে প্রাপ্ত গঠনমূলক পরামর্শ ও মূল্যবান উপদেশগুলি রাজ্যসরকার সর্বদাই সাদরে এবং প্রশংসার সঙ্গে গ্রহণ করেছে। ভবিষ্যতেও আমরা একই রকম পরামর্শ ও উপদেশ পাব বলে আশা করি। উভয় কমিশনের সঙ্গে আমরা একযোগে মানবাধিকার বিষয়ক দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনের জন্য কাজ করে যাবো। আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করছি আমাদের জেল, পুলিশ-হাজত এবং ফরেনসিক রসায়নাগার গুলোর সংস্কার সাধন করতে। পোষ্টমর্টেম ব্যবস্থার অসুবিধাগুলো দূর করার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা হচ্ছে। পূর্ণ আন্তরিকতার সঙ্গে পুলিশ কর্মচারীদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দেবার কর্মসূচী নেওয়া হয়েছে।

একদশকেরও বেশী সময় ধরে সংহতিনাশক, বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সন্ত্রাসবাদী শক্তিগুলোর চ্যালেঞ্জ ও ভীতি প্রদর্শন ভারতবর্ষকে এক স্ব-নির্ভর ও উন্নত দেশ রূপে গড়ে তোলার কাজে আমাদের প্রচেষ্টাকে দারুণভাবে ব্যাহত করছে। এই শক্তিগুলি ব্যাপকভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়ে মরিয়াহয়ে আমাদের দেশের ঐক্য ও সংহতি নাশের চেষ্টা চালাচ্ছে। সীমান্তের অপর পার থেকে আগত জঙ্গী গোষ্ঠীগুলির সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ দেশের পক্ষে এক গভীর উদ্বেগের বিষয়। আমাদের রাজ্য অনুরূপ সন্ত্রাসবাদের বিপদে জর্জরিত।

রাজ্য সরকার মানবাধিকার রক্ষার অপরিহার্যতা ও তাৎপর্য সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন থেকে রাজ্যে মানবাধিকারের অনুকূল বাতাবরন বজায় রাখার জন্য সঠিক দিশায় নানাবিধ প্রচেষ্টা চালানোর কাজে মনোযোগ দিয়েছে। দুর্ভাগ্যক্রমে মুক্তিপনের জন্য অপহরণ, বিমান ছিনতাই এবং সশস্ত্র উগ্রপন্থার ঘটনাগুলি রাজ্যকে বিরাট চ্যালেঞ্জের সামনে রেখেছে। যথোপোযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে আমরা এই সব অপরাধমূলক কার্যকলাপের মোকাবিলা করব।

বিভিন্ন রকমের সমস্যা ও দুর্দ্দশার প্রতি পূর্ণ মনোযোগ দেবার পাশাপাশি আমরা উন্নয়নমূলক কাজের ওপর বিশেষ জোর দিচ্ছি। সারা দেশের প্রয়োজন সামগ্রিক উন্নয়নের ওপর জোর দেওয়া। পৃথিবীর সমস্ত উন্নয়নশীল দেশগুলি ভারতের দিকে তাকিয়ে আছে তার অগ্রনী ভূমিকার জন্য যাতে তারা স্ব-নির্ভরতার শক্ত ভূমির ওপর দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষে উন্নয়নের সুফল এক বিরাট অংশের জনগণের কাছে পৌঁছে দেওয়া যায়নি। দেশের আজ প্রয়োজন সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং জনমুখী স্থায়ী উন্নয়ন। আমাদের রাজ্যে মানবাধিকার সম্পর্কে সচেতনতা ধীরে ধীরে বাড়ছে এবং রাজ্যসরকারের ঐকান্তিক এবং সর্বাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধের প্রচেষ্টার ফলে এই সচেতনতা গতিময়তা প্রাপ্ত হচ্ছে। মানব মর্যাদার যথাযোগ্য স্বীকৃতি এবং মানবাধিকারের উদ্দেশ্যগুলো সুদৃঢ়করনের জন্য স্থায়ী প্রচেষ্টা সব থেকে বেশী প্রয়োজন।